দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

003

পার্বত্যাঞ্চলে দ্বিতল প্রাইমারী স্কুল ও বিজ্ঞান ভবন নির্মাণে কারচুপি

রাঙ্গামাটি, ৬ সেপ্টেম্বর (সংবাদদাতা)।— পার্বত্যাঞ্চলে ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্মাণাধীন দ্বিতল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিজ্ঞান ভবন নির্মানে ব্যাপক কারচুপি ও ঘাপলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শহরের এডিসি হিলে অবস্থিত নির্মাণাধীন দক্ষিণ বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজে ব্যাপকভাবে কারচুপি করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে প্রকাশ, নির্মাণ কাজে নিম্নমানের ইট ও বালি ব্যবহার ছাড়াও সিডিউল পরিবর্তন করা হয়েছে।

নির্মাণ কাজে প্রথম শ্রেণীর ইট ব্যবহারের কথা থাকলেও তাতে ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ইট ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতল ভবনটির সামনের দিকে সিডিউল অনুসারে যে ধরনের নক্সা থাকার কথা ছিল ইতিধ্যে তা পরিবর্তন এবং সিডিউল অমান্য করে ঠিকাদার ঢালাইয়ের কাজে পুরাতন ইট ব্যবহার করেছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া নির্মাণকাজে সিলেট বালি ব্যবহারের কথা থাকলেও ভবনটির নির্মান কাজে ব্যাপকভাবে স্থানীয় বালি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং হয়েছে। যদিও একই কাজে দুই ধরনের বালি ব্যবহার ভবনের স্থায়িত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এদিকে ৩০ জুলাই '৮৮ ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও তা অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি। এতে করে বিদ্যালয়ের শত শত ছাত্র-ছাত্রীদের অস্থায়ী শেডে ক্লাস করতে অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিদ্যালয়টির নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ দশ লাখ নব্বই হাজার টাকা। শতকরা ৫ ভাগ অতিরিক্ত হারে কে, আলম ব্রাদার্স এ ভবনটির নির্মাণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

অপরদিকে কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য অর্ধসমাপ্ত বিজ্ঞান ভবনটি শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতে পারছে না বলে জানা গেছে। ভবনটির কুনালার কাঁচ এখনো দেয়া হয়নি। ছাদ নির্মাণে ব্যাপক কারচুপির কারণে ভবনটির ছাদ চুইয়ে বর্ষার দিনে পানি পড়ছে। দেয়ালগুলিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে ভবনটি ধসে পড়ার আশংকা করা হচ্ছে।

ভবনটির নির্মাণ কাজে ব্যাপক কারচুপি ও ভবনটি অসমাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে ঠিকাদার পুরো টাকা গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে।

এদিকে খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মাণাধীন বিজ্ঞান ভবনগুলিতেও একইভাবে ব্যাপক গরচুপি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।